9 JAN 2017

মাধ্যমিক স্তরের

পাঠ্যবই পরিমার্জনে দুটি কমিটি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

তীব্র সমালোচনার মুখে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের পাঠ্যবই পরিমার্জন করে অধিকতর পাঠযোগ্য, আকর্ষণীয় ও সহজ করতে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে দুটি কমিটি গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রম নিয়ে বেশি বিতর্ক হলেও তা পরিমার্জনের জন্য কার্যকর কোন তৎপরতা নেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দুটি কমিটি গঠন করে আদেশ জারি করা হয়। এতে বলা হয়েছে, গত ২৫ থেকে ২৭ নভেম্বর কক্সবাজারে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মশালার সুপারিশ অনুযায়ী এ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ওই কর্মশালায় শিক্ষাবিদরা মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান বাড়াতে কিছু বিষয় বাদ দেয়া, অভিন্ন প্রশ্নে পরীক্ষা গ্রহণ, প্রশ্ন ব্যাংক তৈরিসহ ১৫ দফা সুপারিশ করেন। শিক্ষাবিদদের ওই সুপারিশের ভিত্তিতেই পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা এবং নবম-দশম শ্রেণীর কয়েকটি বই পরিমার্জনে কমিটি কাজ করবে।

একটি কমিটি ২০১২ সালের মাধ্যমিকের বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যবই পর্যালোচনা করে এসব বই আরও পাঠযোগ্য করতে প্রতিবেদন দেবে। নবম-দশম শ্রেণীর নির্বাচিত কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন করে সুখপাঠ্য, আকর্ষণীয় ও সহজ করতে অন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

দুটি কমিটিতে ১০ জন করে সদস্য রাখা হয়েছে, কিন্তু কাউকে প্রধান করা হয়নি। তবে দুটি কমিটিতে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুফাদ আহমদ। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এনসিটিবির একাধিক কর্মকর্তা সংবাদকে জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওই অতিরিক্ত সচিব

পাঠ্যবই : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

পাঠ্যবই : পরিমার্জনে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবং গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্য এক অতিরিক্ত সচিবের স্বেচ্ছাচারিতার কারণেই এবারের পাঠ্যবইয়ে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদের চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে।

নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যবই পরিমার্জনের জন্য এই দুটি কমিটি আগে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করবে। এজন্য কমিটি একটি সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা (টাইম বাউন্ড অ্যাকশন প্লান) তৈরি করবে, যাতে ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারির আগেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানো যায়। পরিমার্জিত বই জাতীয় পাঠ্যক্রম সমন্বয় কমিটি (এনসিসিসি) চূড়ান্ত অনুমোদন দেবে।

২০১২ সালের পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা কমিটিতে আছেন- শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মনজুর আহমদ, অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, মতিঝিল সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক তানজীল আশ্রাফ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা।

এ কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন এনসিটিবির সদস্য (পাঠ্যক্রম) অধ্যাপক মো. মশিউজ্জামান।

আদেশে বলা হয়েছে, এ কমিটিকে আগামী ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে পাঠ্যক্রম পরিবর্তন, পরিমার্জন বিষয়ে সুপারিশ পেশ করতে হবে। কমিটি প্রয়োজনে সদস্য হিসেবে নতুন কাউকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে এবং কারিকুলাম বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

আর নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যবই পরিমার্জনের কমিটিতে আছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান, অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এমএম আকাশ, বুয়েটের অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাসলিমা বেগম, উদ্দীপন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান এবং এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা। এনসিটিবির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) অধ্যাপক ড. মিয়া ইনামুল হক সিদ্দিকী (রতন সিদ্দিকী) এ কমিটিতে সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

সরকার প্রায় দেড় যুগ পর ২০১২ সালে নতুন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করে। এর আলোকে ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি নতুন পাঠ্যবই বিতরণ করা হয়। কিন্তু তিন বছর যেতে না যেতেই এবারের পাঠ্যক্রমে ব্যাপক পরিমার্জন ও পরিবর্তন আনা হয়েছে, যা নিয়ে দেশব্যাপী বিতর্ক চলছে। কারণ এবারের পাঠ্যবইয়ে সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।